রিপোর্ট - ২৬

যুগান্তর

তারিখ 26 OCT 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় জটিলতা

সারাদেশে প্রায় ৬০ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। আরও আছে কিন্ডারগার্টেন স্কুল, ইবতেদায়ি মাদ্রাসা, এনজিও পরিচালিত কতগুলি ভোকেশনাল স্কুল ইত্যাদি। সবগুলিতেই যে মানসম্মত শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে, তাহা নহে। অনেক বিদ্যালয়েই শিক্ষক নাই, আশানুরূপ ছাত্রছাত্রী নাই, নাই বোর্ড-বই-চকখড়ি এমনকি ঘরবাড়িসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম অবকাঠামো। ২০১৫ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইলেও কোমলমতি সকল শিশুকে এখনও প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা যায় নাই। বিশেষত উপকূলীয় এবং চরাঞ্চলের অবস্থা খুবই খারাপ। ঐ সকল এলাকায় ড্রপ আউটও মাত্রাতিরিক্ত। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক বিধায় সেইখানে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করিবার মতো তেমন ব্যবস্থা রাখা হয় নাই, একমাত্র পঞ্চম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা ব্যতীত। কোন কোন কিন্ডারগার্টেনে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করিবার জন্য বৃত্তি পরীক্ষার আয়োজন করা হইয়া থাকে। কিন্তু উহা তেমন মানসম্মত নহে বলিয়া জানা যায়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতর হইতে প্রতি বৎসর পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য দেশব্যাপী যেই বৃত্তি পরীক্ষার আয়োজন করা হয়, উহা লইয়াই রহিয়াছে সমস্যা। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইলেও এই ক্ষেত্রে এখনও নাকি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় নাই। বর্তমানে যাহা আছে, উহাও পরস্পরবিরোধী। যেমন একটি ধারায় বলা হইয়াছে, পরীক্ষা না দিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ (অসুস্থতা) থাকিলে পরবর্তী বৎসর বিশেষ বিবেচনায় অধিদফতরের মহাপরিচালক ঐ শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দিতে পারিবেন। অপর একটি ধারায় বলা হইয়াছে, কোন পরীক্ষার্থী একবার রেজিস্ট্রেশন করিয়া ড্রপ-আউট হইলে, যেই কোন কারণেই হউক পরীক্ষা দিতে না পারিলে আর দ্বিতীয়বার ঐ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না। ভাবিতে অবাক লাগে, যেই সকল শিক্ষক ও পরিচালকমণ্ডলী এবংবিধ নীতিমালা প্রণয়নের সহিত জড়িত— তাহারা একই বিষয়ে পরস্পরবিরোধী নীতি প্রণয়ন করিলেন কেন? কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি পরীক্ষায় নিরুৎসাহিত করিবার জন্য? প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা লুটপাট লইয়া পত্রপত্রিকায় অনেক লেখালেখি হইয়াছে। কাজের কাজ হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। অতঃপর মেধা বিকাশের লক্ষ্যে পঞ্চম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা লইয়াও কেন ছিনিমিনি খেলা হইতেছে বোধগম্য নহে। নীতিমালা সংক্রান্ত জটিলতায় প্রতি বৎসর সারাদেশে হাজার হাজার শিক্ষার্থী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিতেছে না। ফলে কোমলমতি শিশুরা যেমন মেধা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখিতে ব্যর্থ হইতেছে, অভিভাবকরাও হতোদ্যম হইতেছেন। যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাইয়া শত শত পরীক্ষার্থী দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিবার অনুমতি চাহিয়া আবেদন করিয়া থাকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক বরাবর। অতঃপর চলে অপেক্ষার পালা। কিন্তু 'বিশৃঙ্খলা' সৃষ্টির অজুহাতে আজও কাহাকেও নাকি বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। অপেক্ষমাণ ঐ সকল শিক্ষার্থী না পারে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হইতে, না পারে পরীক্ষা দিতে। উহাতে শিক্ষাজীবনের শুরুতেই হারাইয়া ফেলে মনোবল ও উদ্যম। অধিদফতরের উচিত হইবে অবিলম্বে পরস্পরবিরোধী নীতিমালাটি বাতিল করিয়া যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন করা। প্রচলিত যেই কোন পরীক্ষায় একাধিকবার অংশগ্রহণের সুযোগ থাকিলেও নীতিমালার অজুহাতে দ্বিতীয়বার বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না— ইহা অগ্রহণযোগ্য। অতঃপর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতর যথাসম্ভব দ্রুত পুরাতন নীতিমালা বাতিল করিয়া সময়োপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুসরণ করিবেন, ইহাই প্রত্যাশিত। শিক্ষা তো কেবল সুযোগ নহে— অধিকার।